

সদস্য ব্যাজ MEMBERSHIP BADGE



বাংলাদেশ স্কাউটস
Bangladesh Scouts

কাব স্কাউট সদস্য ব্যাজ

CUB SCOUT MEMBERSHIP BADGE



বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

সূচিপত্র

মূল বিষয়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	এক নজরে সদস্য ব্যাজ	০৫
আপন শক্তি	কাব স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি	০৬
	কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আত্মাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য	০৮
	প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে, কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে	০৯
	কাব স্কাউট মটো, কাব স্কাউট সালাম প্রদর্শন করতে পারা	১০
চেষ্টা করি	গ্র্যান্ড ইয়েল (মহাগর্জন)	১১
	দড়ির কাজ	১৩
	কাব স্কাউট বৃত্ত	১৪
	কাবের ডাক বা সংকেত, পথ চলার নিয়ম	১৫
	ঘড়ি দেখে সময় বলা	১৭
ধাকব ভাল	ধর্ম পালন	১৮
	শরীরের যত্ন	২০
	স্বাস্থ্য সম্মতভাবে হাত ধোয়া	২২
	বিপি পিটি-১	২৩
জানব জগৎটাকে	বাংলাদেশের মুদ্রা	২৪
	পরিবার	২৪
	বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি ও পশুর নাম	২৫
আনন্দ উল্লাস	প্রার্থনা সংগীত	২৫
	খেলাধুলা	২৬
	প্যাক মিটিং	২৮
আমিও পারি	পারদর্শিতা ব্যাজ	২৯
ক্যাম্পিং	দীক্ষা অনুষ্ঠান	২৯
	কাব কার্ণিভাল	৩০
	কাব অভিযান	৩১
	কাব হলিডে	৩১
	স্কাউটস গুন	৩১
	কাব ক্যাম্পুরী	৩১

মুখবন্ধ

স্কাউট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি একটি চলমান বিষয়। যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিশু-কিশোর ও যুব বয়সীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। স্কাউটিং যেহেতু জীবনের জন্য শিক্ষা তাই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী কাব স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ কাব স্কাউট প্রোগ্রাম হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন থেকে কাব স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। শুরু দিকে সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বর্তমান সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মেনসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। তবে সকল সময়েই বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব মো. হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতাঙ্গের বাংলাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের প্রথম দশকের শুরুতে প্রকাশিত কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে শাখাভিত্তিক স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো: মোজাম্মেল হক খানের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী সময় থেকে কাব, স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ এবং যুগোপযোগী করার দীর্ঘ পরিভ্রমণে আরো অনেকে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কাব ও স্কাউট নেতৃবৃন্দ নিজেদের সম্পৃক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে-কাব, স্কাউট এবং রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যার শুরু আছে তবে শেষ নেই।

সমসাময়িক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রণীত কাব প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী, সুপরিকল্পনা প্রসূত নীতিমালা বলে অভিহিত করা যায়। এই বইয়ে কাব স্কাউট সদস্য ব্যাজ এর প্রোগ্রামকে একটি ছকে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকলে অতি সহজে এবং এক নজরে কাব প্রোগ্রামের সদস্য স্তর সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা আরো অধিক বাস্তব ভিত্তিক স্কাউটিং দক্ষতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সময়ের কাব স্কাউটদের কাছে কাব স্কাউট সদস্য ব্যাজ বইটি গ্রহণযোগ্য ও আনন্দদায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক বলে মনে করবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

কাব প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ ও কাব স্কাউট সদস্য ব্যাজ বই প্রকাশনায় যারা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই স্বপ্রদ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

এক নজরে সদস্য ব্যাজ

❖ আপন শক্তি

কাব স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি

ক) কাব স্কাউটিং সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

খ) কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা, কাব স্কাউট আইন, কাব স্কাউট মটো জানা।

গ) কাব স্কাউট সালাম প্রদর্শন করতে পারা

❖ চেষ্টা করি

ঘ) গ্রান্ড ইয়েল দিতে পারা।

ঙ) দড়ির কাজ :

১) ওভার হেড গেডো দিয়ে স্কার্ফের প্রান্ত বাঁধতে পারা।

২) ডাক্তারী গেরো (রীফ নট) দিতে পারা ও ব্যবহার জানা।

চ) কাব স্কাউট বৃত্ত গঠনে অংশগ্রহণ

ছ) কাবের ডাক বা সংকেত বুঝতে পারা।

জ) পথচারির পথ চলার নিয়ম জানা

ঝ) ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারা।

❖ থাকব ভাল

ঞ) ধর্ম পালন :

ইসলাম ধর্ম-

১. ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি তা জানা

২. সুরা ফাতিহা এবং কালিমা তৈয়্যিবা জানা ও

তা সুন্দরভাবে পাঠ করতে শেখা।

হিন্দু ধর্ম-

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টি

২. নিত্য কর্ম

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানা ও তা পালন করা।

যেমন-খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম।

ট) নিজের চুল, চোখ, দাঁত, নখ এবং পায়ের যত্ন কিভাবে নিতে হয় তা জানা

এগুলো কিভাবে পরিষ্কার রাখা যায় তা বলতে পারা এবং পরিষ্কার রাখা।

ঠ) স্বাস্থ্য সম্মতভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা

ড) বিপি'র ১ নং পিটি জেনে তা প্রদর্শন করতে পারা ও এর উপকারিতা জানা।

❖ জানব জগৎটাকে

ঢ) বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা ও নোট চিনতে পারা, সংখ্যা জানা এবং টাকার

ছোটখাটো হিসাব করতে পারা।

ণ) পরিবার সম্পর্কে জানা :

১. পরিবার বলতে কি বুঝ?

২. পরিবারের সদস্য কারা তা বলতে পারা ।

৩. নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে পারা ।

ত) জাতীয় ফুল, ফল, পশু, পাখি, মাছ এর নাম জানা ।

❖ আনন্দ-উল্লাস

খ) স্কাউট সিডি অথবা বই থেকে ১টি গান শেখা :- নিচের প্রার্থনা সংগীত মুখস্থ করা এবং সুরো গাইতে পারা । বাদশা তুমি ধীন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দেগার সেজদা লও হে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দেগার....

দ) ২টি খেলা জানা ও অংশগ্রহণ করা :

যেমন- মোড়গ লড়াই, গোল্লাছুট, ঘোড়াদৌড়, ডিগবাজী প্রভৃতি ।

ধ) প্যাক মিটিং :

১. প্যাক মিটিং কি তা জানা ।

২. অন্তত : ৫টি প্যাক মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা ।

❖ আমিও পারি

ন) পারদর্শিতা ব্যাজ

১. পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ।

২. পারদর্শিতা ব্যাজের যে ২টি গ্রুপ আছে তার নাম জানা ।

❖ ক্যাম্পিং

প) সদস্য ব্যাজের কাজগুলি শিখে আকেলার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা ।

► কাব স্কাউটিং এর পুরো সময় অন্ততঃ ১টি কাব কার্নিভাল, ১টি কাব অভিযান, ২টি কাব হলিডে, ১টি স্কাউটস ওন ও ১টি উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক/জাতীয় ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করা ।

আপন শক্তি

কাব স্কাউট এর মূল ভিত্তি :

কাব স্কাউটিং কি? সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন :

স্কাউট আন্দোলনের প্রথম স্তর কাব স্কাউটিং । কাব স্কাউটিং থেকেই স্কাউটিং শুরু । স্কাউটিং করে এবং যাদের বয়স ৬ থেকে ১১ বছর তাদেরকে কাব স্কাউট বলা হয় । স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১৪ সালে বয়ঃকনিষ্ঠদের জন্য রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) লেখা বিখ্যাত বই “দি জঙ্গল বুক” (The Jungle Book) এর ভিত্তিতে স্কাউটিংয়ের একটি শাখা বাস্তবায়ন শুরু করেন । ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১৬ সালে কাব শাখার জন্য দিক নির্দেশনা স্বরূপ “দি উলফ কাব হ্যান্ড বুক” নামে একটি বই লেখেন এবং কাবিং শুরু করার ঘোষণা দেন । উলফ কাব অর্থ হলো ‘নেকড়ে শাবক’ । বলা হয়ে থাকে যে, অসংখ্য কারণে ব্যাডেন পাওয়েল এই

বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কাউট শাখার নাম উলফ কাব করেছেন।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপজাতীয়রা তাদের সবচেয়ে ভাল স্কাউটদের ‘উলফ’ উপাধি দিত। তাই একজন কমবয়সী বালক উলফ বা নেকড়ে হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বেশ কিছু দেশে ‘উলফ কাব’ শাখাকে অনুকরণ করা হয়েছে। হয়ত: নামে কিছু পরিবর্তন এসেছে যেমন- কাব স্কাউট বা অন্য কোন নাম। তবে জঙ্গল বৃকের মূল গল্পের ভিত্তিতেই ঐতিহ্যগত কিছু অনুষ্ঠান একই রীতিতে করা হয়ে থাকে। যেমন-গ্রাড ইয়েলের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা তাদের সভা শুরু করে এবং শেষ করে। কাব স্কাউটিং বন্ধুদের সাথে দলে থেকে কাজ করতে উৎসাহ দেয়, যাতে সতর্কতার সাথে নেতৃত্ব তৈরী করে তারা আদর্শ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এছাড়া কাব স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হয় যেখানে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা তাদের ইতিবাচক ভাল গুণবলীকে দৃঢ় করার সুযোগ পায়। সাধারণত ৬-১১ বছর বয়সী কাব স্কাউটরা একটি শাখা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকে। কিছু দেশে তাদের প্রকৃত নাম ‘উলফ কাব’ হিসেবে পরিচিত হলেও তাদেরকে প্রায়ই শুধুমাত্র ‘কাব’ নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ‘কাব স্কাউট প্রোগ্রাম’ এর পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন ব্যাজ এর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে একজন কাব স্কাউট কাবদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড’ এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে।

পর্যায়ক্রমে-ইউনিট, উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে সফল হলে একজন কাব স্কাউটকে ‘শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড’-প্রদান করা হয়ে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে থাকেন। যা একজন কাব স্কাউটের জন্য অনন্য উদাহরণ হিসেবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

কাব স্কাউটরা অন্যান্য কাব স্কাউটদের সাথে অনেক সময়ই মজা করে থাকে! তারা বেশ সুন্দর ইউনিফর্ম পরিধান করে থাকে, বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলে থাকে এবং মডেল নির্মাণ করে থাকে। কাব ইউনিটের ইউনিট লিডার সকল কাবকে ডাকার সময় প্যাক-প্যাক প্যাক বলে ডাকেন। পূর্বে উল্লিখিত জাংগল বৃকের কাহিনীর কথা বলেছি, তার বিভিন্ন মজার বিষয়গুলো জানতে পারলে কাব স্কাউটদের স্বভাব, নিয়ম-শৃংখলা ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে, এতে করে তোমরাও ভাল স্কাউট হতে পারবে। কাব হিসেবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আগে একজন বালক-বালিকাকে কাব স্কাউট সম্পর্কে জানতে হবে। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে কাব লিডারের আস্থা অর্জন করতে হবে। উল্লেখ্য, সদস্য ব্যাজ অর্জনের সময় তিন মাস।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা :

কাব দলে যোগদান করার জন্য তোমাকে প্রথমে যে সব কাজ করতে হবে তা তোমার কাব লিডার, ষষ্ঠক নেতা অথবা দলের পুরোনো সদস্যগণের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। প্রথমেই তোমাকে তোমার অভিভাবকের/বাবা-মার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এরপর নিয়মিত সদস্য পদ লাভের জন্য ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বিভিন্ন নির্ধারিত বিষয় শিখতে ও কিছু ব্যবহারিক/হাতে কলমে কাজ করতে হবে। সে সব বিষয় ও কাজের কথাই এখন বলছি :

কাব স্কাউট দলে নবাগত হিসেবে যোগদান করে নিয়মিত সদস্যপদ লাভের আগে প্রত্যেক কাবকে কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হয় এবং কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে হয়।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা :

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে

প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে

কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

(নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করবে।)

এখানে তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞার ৩ (তিনটি) অংশ রয়েছে। যখন কেউ কোন প্রতিজ্ঞা করে তখন সেই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞার একটি অংশ আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য কী? আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিয়ামত (পবিত্র দান) স্বরূপ আমাদের আলো, বাতাস, পানি, মাটি, ফসলের মাঠ, সবুজ বন, গাছপালা আরো কত কি দিয়েছেন। কেউ কোন কিছু দান করলে তার প্রতিদান স্বরূপ মূল্য দিতে হয়। এই দুনিয়ায় বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। একবার ভেবে দেখ, আল্লাহর নেয়ামত আলো, বাতাস, পানি সবকিছুর দাম দিতে হলে এ দুনিয়ায় কেউ টিকে থাকতে পারতো না। তাই আল্লাহর এই অমূল্য ও অশেষ করুণার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রত্যেক ধর্মেই কিছু আদেশ, নির্দেশ ও নিয়ম কানুন রয়েছে যা সকলেরই মেনে চলা দরকার। যেমন মুসলমানদের ঈমান আনা, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত দেয়া ইত্যাদি। অন্য ধর্মের লোকদের পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি করা বাধ্যতামূলক। অতএব নিজ নিজ ধর্ম পালনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়।

যে দেশে আমরা বাস করি সেই দেশের প্রতিও আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। দেশপ্রেম ঈমানের অংশ। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। আমরা এখানকার আলো, বাতাস, পানি, ফলমূল ও ভাত, মাছ, ডাল খেয়ে বড় হচ্ছি। তাই এদেশের প্রতি আমাদের অনেক কিছু করার আছে। আমরা দেশকে ভালবেসে এর উন্নতির জন্য কাজ করবো। এজন্য চাই নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

লেখাপড়া শিখে, চরিত্র ভাল রেখে তোমরা দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে দেশকে ভালভাবে গড়ে তুলবে। বাড়িতে ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে যেমন আব্বা-আম্মার কথা শুনে, নিজের পড়ার ঘর, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখে, হাঁস-মুরগী পালন করে, সবজি বাগান, ফুলের বাগান, মার কাজে সহযোগিতা করে নিজের পরিবারের এবং দেশের জন্য কাজ করা যায়। কাবরা এভাবেই দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারে।

প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে

প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞার আর একটি অংশ। তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গী সাথীরা সকলেই খেলাধুলা ভালবাস, কখনো একা কখনো দল বেধে নানারকম খেলা করো। পরের উপকার করার মধ্যে খেলার আনন্দ পাওয়া যায়, যদি খুশিমনে দুঃখী ও দুঃস্থ মানুষের সেবা করা যায়। আমাদের দেশে অনেক অভাবী ও দুঃখী মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। এদের নানাভাবে সাহায্য করা যায়। যেমন নিজের জমানো পয়সা থেকে তাদের কিছু দেয়া, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, বৃদ্ধ কিংবা অন্ধ লোকদের পথ পারাপারে সাহায্য করা, কোন আগন্তুককে ঠিকানা বের করতে সাহায্য করা, আরো কতো রকম ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে রোজই কারো না কারো উপকার করা যায়। এতে অন্যরা তোমাদের ভালবাসবে ও প্রশংসা করবেন। এমনি করে তোমাদের মধ্যে সৎকাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, পরের উপকার করে স্কাউটরা তার বিনিময়ে কখনও কোন টাকা পয়সা বা অন্য কোন পুরস্কার গ্রহণ করে না। যদি টাকা পয়সা বা উপহার গ্রহণ করে তবে তা আর সৎ কাজ বা পরোপকার হবে না।

ভাল করে যদি খেয়াল করো তবে ছবিতে দেখতে পাবে একজন কাব এর গলায় স্কার্ফের প্রান্তে একটি গেরো বাঁধা আছে। এ গেরোটি হচ্ছে স্মৃতি গেরো। প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছো এই কথাটি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য স্কার্ফের প্রান্তে এই গেরোটি বাঁধা হয়। ভাল কাজ বা উপকার করার পর গেরোটি খুলে ফেলতে হয়।

কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে

প্রতিজ্ঞার একটি অংশ কাব স্কাউট আইন মেনে চলা। তোমরা অবশ্যই খেলতে ভালবাস। প্রত্যেক খেলারই নিজস্ব আইন ও নিয়ম আছে। আইন, নিয়ম-শৃংখলা মেনে

খেলা করলে আনন্দ পাওয়া যায়। আর আইন ভঙ্গ করলে গোলমাল হয়, মারামারি বাঁধে, খেলার আনন্দ মাটি হয়ে যায়। কাবিংও একটি খেলা। এই খেলার আইন আছে। এই আইন মেনে চলার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।

কাব স্কাউট আইন : কাব স্কাউটদের আইন দুটি।

১। বড়দের কথা মেনে চলা

২। নিজেদের খেলায় কিছু না করা

প্রথম আইনটির অর্থ হচ্ছে বড়রা ছোটদের চেয়ে বেশি জানেন ও বোঝেন। কারণ তাঁরা বেশি দেখেছেন ও বেশি শিখেছেন। সুতরাং, ছোটরা বড়দের কথা, আদেশ, উপদেশ মেনে চলবে এটাই স্বাভাবিক। এমনকি বড়রা যদি কাছে নাও থাকেন তবুও তাঁদের কথা মনে রেখে সেভাবেই চলা এবং কাজ করা উচিত। তাই প্রত্যেক কাব তার নেতার আদেশ মেনে চলে এবং খেলা করার সময়ও তারা নিয়ম শৃংখলা মেনে সকলের মর্যাদা রক্ষা করে। দ্বিতীয় আইনটি হচ্ছে কাবেরা খেলার বশবর্তী হয়ে কিছু করবে না। যা করবে বুঝে, চিন্তা ভাবনা ও অন্যদের পরামর্শ নিয়ে করবে।

কাব স্কাউট মটো

কাব স্কাউট মটো যথাসাধ্য চেষ্টা করা:

কাবের দায়িত্ব হচ্ছে সত্য, ন্যায়, সৎ কাজ করা এবং দায়িত্ব পালনের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আর তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা হবে যে কোন সাধারণ ছেলেমেয়ের চেষ্টার চেয়ে দ্বিগুন ভাল চেষ্টা। সাধারণ বালক-বালিকা যদি একহাতে চেষ্টা করে তুমি করবে দু'হাতে।

কাব স্কাউট সালাম প্রদর্শন করতে পারা

নবাগত কাব স্কাউট হিসেবে সদস্য ব্যাজ পাবার জন্য তোমাকে আরো কিছু শিখতে হবে। এর মধ্যে একটি হলো কাব সালাম। সকল স্কাউটই এক বিশেষ কায়দায় সালাম দেয়। কাব স্কাউট সালামও একইভাবে দিতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুল চেপে ধরে অন্য তিন আঙ্গুল সোজা রেখে স্কাউটগণ সালাম করে।



সোজা তিনটি আঙ্গুল কাবদের প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া সালাম শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন। বহু বছর আগে কোন শত্রুর সাথে দেখা হলে তখন তাকে হত্যা করার চেষ্টাই কেবল করা হতো। সে সময় একে অপরের সাথে এত বেশী বিবাদ ছিল যে, কে শত্রু আর কে মিত্র তা সব সময় জানাও কঠিন ছিল। সুতরাং হাত মাথার উপর তুলে হাতের তালু সামনের দিক রেখে দেখাতো যে, তাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই এবং তাদের মনে কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই।

এখন দেখ, সালাম সেই প্রাচীনকালের বন্ধুত্বের নিদর্শন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং চলে আসছে। সুতরাং যখন একজন কাব অন্য কাব বা স্কাউট বা কাব ও স্কাউট লিডারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তখন সে সালাম দেয়। কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা বলার সময় সালাম দিতে হয়। জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাতেও স্কাউট সালাম দিতে হয়। কাব লিডারসহ অন্যান্য বয়স্ক লিডারদেরকে ও স্কাউট সালাম দিতে হয়। তুমি যখন স্কাউট হবে তখন সালাম সম্পর্কে জানানোর সময় আরো বিস্তারিত জানতে পারবে।

চেষ্টা করি

গ্র্যান্ড ইয়েল (মহাগর্জন)

কাব স্কাউটরা কোন অনুষ্ঠানে তাদের ইউনিট লিডার, স্কাউট কর্মকর্তা বা সম্মানিত অতিথিকে যে পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানায় তাকে গ্র্যান্ড ইয়েল বলা হয়। পৃথিবীর কোথাও অন্য কোন সংগঠনের কোন অনুষ্ঠানে কোন অতিথিকে এই পদ্ধতিকে অভ্যর্থনা জানানো হয় না। বিশ্বব্যাপী কাবদের এটি একান্তই নিজস্ব প্রথা।

কাব হিসেবে তোমাকেও গ্র্যান্ড ইয়েল অবশ্যই শিখতে হবে এবং যাতে সঠিকভাবে গ্র্যান্ড ইয়েল দিতে পার, সেজন্য বার বার তা অনুশীলন করতে হবে। কিভাবে গ্র্যান্ড ইয়েল দিতে হয় তাই বলছি।

দলের সকল কাব মহাবৃত্তে আরামে দাঁড়াবে। তোমার ইউনিট লিডার অর্থাৎ আকেলা আমন্ত্রিত অতিথিকে নিয়ে তোমাদের বৃত্তের কাছে উপস্থিত হলে তোমার দলের সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা সোজা হয়ে নিজের জায়গা থেকে এক কদম সামনে গিয়ে ডান হাত দিয়ে উরুতে আঘাত (শব্দ) করবে। আঘাতের শব্দ শোনার সাথে সাথে বৃত্তের সকল কাব সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা ডান হাত পাশের দিকে কাঁধ বরাবর তুলে হাত নামানোর সাথে সাথে বৃত্তের সকল কাব সমন্বরে উচ্চারণ করবে আ-কে-লা, আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

তোমাদের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাব লিডার বলবেন, “তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা কর- কর- কর- কর।” এই, কর, কথাটি বলার সময় কাব লিডার তার মাথা ডানে, সামনে, বামে ও আবার তোমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলবেন।



কাব লিডারের এই কথা বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমরা সকলে কাব স্কাউট সালাম দিয়ে এক সাথে বলবে, “আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো করবো-করবো-করবো”। এই সময় সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাও তোমাদের সাথে বলবে অতিথি সকলে স্কাউট সালাম নেবেন (অর্থাৎ তোমাদের সালাম গ্রহণ করবেন)। চতুর্থবার, করবো, বলার সাথে সাথে তোমরা হাত নামিয়ে ফেলবে।

গ্র্যান্ড ইয়েল কখন দিতে হয় :

কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানানোর সময় সকলে সমবেত ভাবে গ্র্যান্ড ইয়েল দেয়। এ ছাড়া সাপ্তাহিক প্যাক মিটিং (কাব ক্লাস) ও বিশেষ প্যাক মিটিং শুরু ও শেষ করার আগে গ্র্যান্ড ইয়েল দিতে হবে।

গ্র্যান্ড ইয়েল দেয়ার জন্য তোমাকে দুটো বিষয় অবশ্যই জানতে হবে তা হলো।

১. কাবের ডাক বা সংকেত

২. সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

ইউনিট লিডার যখন দলের সকলকে কিছু বলার বা কিছু করার জন্য ডাকেন তখন তিনি “প্যাক, প্যাক, প্যাক” বলে ঘন ঘন জোরে উচ্চারণ করবেন, তোমরা তখন যে অবস্থায়ই থাক বা যা কিছু কর, সাথে সাথে সকলে সমস্বরে ‘প্যাক’ ধ্বনি তুলে আকেলার কাছে ছুটে গিয়ে তার চারদিকে মহাবৃত্ত গঠন করে দাঁড়াবে। তিনি যখন একবার মাত্র “প্যাক” উচ্চারণ করবেন তার অর্থ হবে চুপ হয়ে যাওয়া এবং নিশ্চুপ হয়ে তাঁর কথা শোনা।

ইউনিট লিডার ছাড়া আর কেউ ‘প্যাক’ ডাক দিবেন না। তবে ষষ্ঠক নেতা কেবলমাত্র তার নিজ ষষ্ঠকের সদস্যগণকে একত্রিত করার জন্য ষষ্ঠকের রংয়ের নাম ধরে ডাকতে পারে। মনে রাখবে তোমাকে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবার আদেশ দেয়া হবে অর্থাৎ ইউনিট বা ষষ্ঠক নেতা যদি আদেশ দেন, সোজা হও, তখন তুমি দুপায়ের গোড়ালি

একত্র করে (ইংরেজি “V” এর মতো) হাত দুটো সোজা অবস্থায় নিচের দিকে পাশে শরীরের সাথে লাগিয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে সামনের দিক বরাবর দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে দাঁড়াবে (যেমন ভাবে সৈনিকরা দাঁড়ায়)।

যখন তোমাকে “আরামে দাঁড়াও” নির্দেশ দেয়া হবে, তখন পা দুটো পেছনে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনুই আঙ্গুল বাদে বাকি তিনটি আঙ্গুল চেপে ধরে দাঁড়াবে। ডান হাতের আঙ্গুল গুলো থাকবে ঠিক সেই রকম সেই ভাবে স্কাউট সালাম দাও। অর্থাৎ কনুই আঙ্গুলকে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরবে বাকি তিনটি আঙ্গুল সোজা থাকবে।

দড়ির কাজ

স্কার্ফের প্রান্ত বাঁধা (ওভার হেড গেরো):

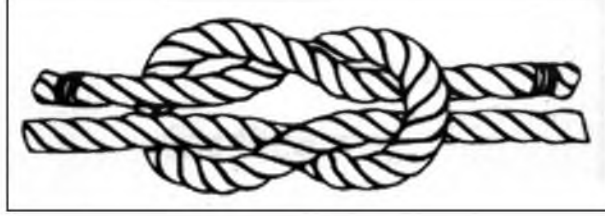
কাব স্কাউটরা তাদের গলার স্কার্ফের প্রান্ত দুটো একত্রে বেধে রাখে। এভাবে স্কার্ফ বাধার নিয়ম হলো, একটা প্রান্ত দিয়ে অপর প্রান্তের উপর একটি প্যাঁচ দিয়ে অর্ধ গেরো বাঁধা, এই বন্ধনকে ওভার হেড গেরো বলে।

ভাঁজ করা প্রান্ত দুটো এভাবে বাঁধা থাকলে বাতাসে উড়তে পারে না এবং স্কার্ফ বেশ পরিপাটি থাকে ফলে দেখতে সুন্দর লাগে।

প্রতিদিন অন্ততঃ একটি সৎকাজ বা অন্যের উপকার করার কথা গেরোটি তোমাকে মনে করিয়ে দিবে। এজন্য এই গেরোটিকে “গুড টার্ন নট” ও বলে। এই গেরো তোমাকে সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ডাক্তারী গেরো বা রীফনট :

দুটি সমান মোটা দড়ির মাথা একটি ডান হাতে ও অপরটি বাম হাতে ধরে ডান হাতের দড়ির মাথার কাছে খানিক অংশ বাম হাতের দড়ির মাথার দিকে পাশাপাশি ধরে একটি প্যাঁচ দাও। এরপর দড়ির একটি অংশকে সেই অংশের মূল দড়ির পাশে রেখে অপর অংশটি দিয়ে পাশের অংশের সাথে প্যাঁচ দাও। এবার আস্তে আস্তে টেনে গেরো শক্ত কর। রীফ নট সাধারণত সমান মোটা দুটি দড়ি জোড়া দিতে, প্যাকেট বা ব্যালুজ বাঁধতে ব্যবহার করা হয়।



কাব স্কাউট বৃত্ত

কাব স্কাউট গণ বৃত্তাকারে অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়। কাব স্কাউট হিসেবে সকলকেই বৃত্তে দাঁড়াতে হয়। তোমাকেও এভাবে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং কিভাবে বৃত্ত তৈরি করতে হয় তা তোমার জানা দরকার। কাবের বৃত্ত দু'রকম। একটাকে বলা হয় মহাবৃত্ত বা প্যারেড সার্কেল। আর অপরটিকে বলা হয় শিলা বৃত্ত বা রক সার্কেল।

মহাবৃত্ত : ইউনিটের সকল কাব স্কাউট প্রত্যেকে দু'হাত প্রসারিত করে একে অপরের হাত ধরে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করতে পারে। এভাবে গঠিত বৃত্তকে বলা হয় মহাবৃত্ত বা মহাচক্র বা প্যারেড সার্কেল। বৃত্ত তৈরি হয়ে গেলে সাথে সাথে পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়।



শিলাবৃত্ত : প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরে হাত রেখে কনুই দুটো পাশে ছড়িয়ে রেখে যে বৃত্ত তৈরি করা হয়, তাকে শিলা বৃত্ত বা শিলাচক্র বা রক সার্কেল বলা হয়। বৃত্ত তৈরি হওয়ার সাথে সাথে কোমর থেকে হাত নামিয়ে নিতে হয়।



কাবের ডাক বা সংকেত

কাব স্কাউটরা তোমরা যখন একত্রে কোন সমাবেশ বা সাপ্তাহিক প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহণ কর তখন ইউনিট লিডার তোমাদের “প্যাক প্যাক” সংকেত এর দ্বারা ডেকে থাকে। আর এটি হল কাবের ডাক বা সংকেত। ইউনিট লিডার প্যাক এর বিভিন্ন সংকেত দ্বারা কাবদের কমান্ড বা আদেশ দিয়ে থাকেন। ইউনিট লিডার এর প্যাক সংকেত শুনে কাবেরা প্যাক, প্যাক করতে করতে ইউনিট লিডার এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়।

প্যাক এর সংকেত দ্বারা ইউনিট লিডারের বিভিন্ন আদেশ বা কমান্ড কাবদের বুঝিয়ে থাকে।

- যদি ইউনিট লিডার একবার দীর্ঘ “প্যাক ” উচ্চারণ করে তবে বুঝতে হবে সকল কে চুপ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সতর্ক হতে বলা হয়েছে।
- ইউনিট লিডার যদি “প্যাক.. প্যাক..” বলে ঘন ঘন জোরে উচ্চারণ করেন তখন বুঝতে হবে সকল কাবদের ডাকা হচ্ছে অর্থাৎ একত্রিত হতে বলা হচ্ছে।
- তিনটি দ্রুত এবং একটি দীর্ঘ প্যাক ধ্বনি হলে বুঝতে হবে ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হচ্ছে / ষষ্ঠক নেতা কাছে এস।
- দুটি দ্রুত এবং একটি দীর্ঘ প্যাক ধ্বনি হলে বুঝতে হবে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা / সেবক ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হচ্ছে।

পথ চলার নিয়ম

গ্রামের পথে যন্ত্রচালিত দ্রুতগামী যানবাহন বেশি চলে না বলে সেখানে পথ চলায় তেমন কোন বিপদের ঝুঁকি নেই। কিন্তু শহরে রাস্তায় মোটর গাড়ি, অটো রিকশা (সিএনজি), বাস, ট্রাক প্রভৃতি দ্রুতগামী বিপদজনক গাড়ি চলে। তাই শহরে রাস্তায় চলতে পথ চলার সাধারণ নিয়ম জানা একান্ত দরকার। কাব সদস্যপদ লাভের জন্য তোমাকে অবশ্যই শহরে পথ চলার নিয়ম জানতে হবে। নিচে পথচারীর পথ চলার নিয়ম দেয়া হলো :

- ১। ফুটপাথ থাকলে ফুটপাথ দিয়ে চলার সময় গর্ত, খাদ বা ম্যানহোলের খোলা গর্তের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবে। তা না হলে এ সকল গর্ত বা খাদে পড়ে গিয়ে বিপদের আশংকা থাকে। আর ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান দিক দিয়ে হাঁটবে।
- ২। রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওভারব্রিজ থাকলে ঐ ব্রিজ দিয়ে পার হবে। ওভারব্রিজ না থাকলে জেব্রাক্রসিং (রাস্তায় সাদা হলুদ দাগ দিয়ে ইংরেজি জেড অক্ষরের মতো বা মোটা মোট দাগ) দিয়ে রাস্তা পার হবে।

- ৩। কোন চিহ্ন বা ব্রিজ না থাকলে প্রথমে ডান দিকে তাকিয়ে দেখবে, পরে বাম দিকে তাকিয়ে দেখবে, পুনরায় ডান দিকে তাকিয়ে দেখে দ্রুতগামী গাড়ি না দেখলে নিরাপদ মনে করলে দ্রুত রাস্তা পার হবে।
- ৪। যে কোন গাড়ি রাস্তার বাম দিক দিয়ে চলবে।
- ৫। মোড় ঘুরবার সময় দেবে ও ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নেবে।
- ৬। গাড়ি বাম দিকে ঘুরতে হলে চালক বামে যাবার সংকেত দিবে এবং ডানদিকে যেতে হলে সেই দিকে সংকেত দেখাবে।
- ৭। যে গাড়ি ধীরে চলে বা চলছে তাকে দ্রুতগামী গাড়িকে পাশ দিতে হবে। পেছনের গাড়িকে সামনের গাড়ির ডান পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়।
- ৮। ট্রাফিক পুলিশ কনুই ভাঁজ করে হাত উপরের দিকে প্রসারিত করলে গাড়ি থামবার সংকেত বোঝায়।
- ৯। ট্রাফিক পুলিশ রাস্তার মোড়ে যখন দুহাত উঠিয়ে একহাত কাঁধের উঁচুতে ডান বা বাম দিকে প্রসারিত রেখে কনুই ভেঙ্গে ওপর দিকে ধরে, তার অর্থ হবে তার সামনে ডান হাতে বাম দিক বা বাম দিক হতে ডান দিক মাত্র খোলা। অর্থাৎ তার সামনের দিকে বা পেছনের দিকে যাওয়া নিষেধ।

কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ও সংকেতের কথা এখানে বলা হলো। এছাড়াও পথের ধারে বা মোড়ে আরো নানা রকম সংকেত দেয়া থাকে যা তোমরা স্কাউট হলে জানতে পারবে। হাতের সংকেত এবং সাইন বোর্ডে আঁকা সংকেত ছাড়াও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ করে মোড়ে ও চৌরাস্তায় আলো সংকেত। সেগুলোও তোমাদের জানতে হবে।

আলোর সংকেত

হলুদ আলো : জেব্রা ক্রসিংয়ের আগে থাম। সামনে যাওয়ার জন্য তৈরি থাক। জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে থাকলে চলে যাও।

সবুজ আলো : চলতে পার। যে দিকে তীর চিহ্ন সেদিকে যাও।

লাল আলো : রাস্তা বন্ধ, চলা নিষেধ।

কোন কোন জেব্রা ক্রসিংয়ে রাস্তার দু'পাশে মানুষের ছবি দিয়ে আলোর সংকেত দেয়া থাকে।

মানুষের ছবি যখন চলার মতো নড়তে থাকে তখন রাস্তা পারাপার করতে হবে। এটা সবুজ সংকেত। আবার ছবি নড়া বন্ধ হলে লাল আলো জ্বলে, তখন পারাপার নিষেধ।

ঘড়ি দেখে সময় বলা :

একজন নবাগত কাব স্কাউটকে ঘড়ি দেখে সময় বলা জানতে হবে। ঘড়ির কোনটা ঘন্টা, কোন কাটাটি মিনিট, কোন কাটাটি সেকেন্ড তা তোমাকে জানতে হবে এবং চিনতে হবে। বর্তমান সময়ে দুই ধরনের ঘড়ি প্রচলিত রয়েছে। যথা- এনালগ বা কাটা ভিত্তিক এবং ডিজিটাল বা ডিজিট ভিত্তিক।

এনালগ বা কাটা ভিত্তিক :

এই সকল ঘড়ির ছোট ও অপেক্ষাকৃত মোটা কাটাটি ঘন্টার কাটা। আর বড় কাটাটি মিনিটের কাটা। সরু লম্বা তৃতীয় কাটাটি সেকেন্ডের। বর্তমানে অতিরিক্ত একটি কাটা যোগ হয়েছে তা হল এলার্মের কাটা। সবচেয়ে দ্রুত চলে সেকেন্ডের কাটা, মিনিটের কাটা তার চেয়ে ধীরে এবং ঘন্টার কাটা সবচেয়ে ধীরে চলে। ঘড়ির ডায়ালে ইংরেজীতে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকে। এই লেখার কাটার অবস্থান দেখেই সময় জানতে হয়।



ছবি দেখে তোমরা সময় চেনা শিখতে পারো। ঘন্টার কাটায় ৪ টা, মিনিটের কাটায় ৩ অর্থাৎ ১৫ মিনিট ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট ও ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা হিসেবে করা হয়। চিকন ও সরু কাটাটি বুঝায় ৪০ সেকেন্ড। অতিরিক্ত এলার্ম কাটাটি বুঝায় ৯ টা। এজন্য তোমাকে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যার পাশাপাশি রোমান সংখ্যা চিনতে হবে। কারণ অধিকাংশ ঘড়িতে এই সংখ্যাগুলো লেখা থাকে।

ডিজিটাল বা ডিজিট ভিত্তিক :

ডিজিটাল বা সংখ্যা ভিত্তিক ঘড়ি গুলো ইংরেজী সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রথমে থাকে ঘন্টা তারপর থাকে মিনিট সর্বশেষে থাকে সেকেন্ড ছবি দেখে তোমরা সময় চেনা শিখতে পারো। প্রথমে বা বাম থেকে ঘন্টার সংখ্যা পরে মিনিটের সংখ্যা এবং সর্বশেষে সেকেন্ড সংখ্যা। ঘন্টায় সংখ্যায় ৪ টা মিনিটের সংখ্যায় ১৫ এবং ৪০ সেকেন্ড হয়েছে। এভাবে ঘন্টা ও মিনিট সংখ্যা এবং সেকেন্ড সংখ্যা দেখে সহজে সময় জানা যায়।



ব্যবহারিক কাজ :

শক্ত বোর্ড কাগজে ঘড়ির ডায়াল ঐক্যে তার মধ্যে কাটা বসিয়ে বানাবে এবং কাঁটা সময় চেনার অভ্যাস করবে। যারা মুসলমান তারা মসজিদে দেখবে নামাজের সময় নির্দিষ্ট করে ঐ রকম ঘড়ি দেয়ালে ঝুলানো আছে। নামাজের সময় বদল হলে কাঁটা ঘুরিয়ে সময় ঠিক করা হয়। কাঁটা ভিত্তিক এলার্ম টেবিল ঘড়িতে তোমার প্রয়োজনের নির্দিষ্ট সময়ে এই ঘড়ি রিং রিং শব্দ করে তোমাকে মনে করিয়ে দেবে। একজন তোমাকে ঘড়ির এলার্মের কাটাটি যত ঘন্টায় বা মিনিটে রাখবে ঠিক সেই সময়ে এলার্ম বেজে উঠবে।

থাকব ভাল ধর্ম পালন

ইসলাম ধর্ম :

- ১) ইসলামের স্তম্ভ ভিত্তি কয়টি ও কি কি তা জানা
ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি - ১) কলেমা ২) নামাজ ৩)
রোজা ৪) হজ্জ ৫) যাকাত
২) সুরা ফাতিহা এবং কালিমা তায়েবা জানা ও
সুন্দর ভাবে পাঠ করতে শেখা।



* কালিমা তায়েবা:

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। (অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ (প্রতিপালক) নাই। মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

* সুরা ফাতিহা :

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন। আররহু মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমদিন।
ইয়া কানাবুদু ওয়া ইয়া কানাসতাইন। ইহদিনাস ছিরাতোয়াল মুশতাকিম।
ছিরাতোয়াল লাজিনা আন আ'মতা আ'লাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আ'লাইহিম
ওয়ালাদোয়াল্লিন। (আমিন)।

* নামাজ : (প্রাপ্তবয়স্ক) ১২ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক মুসলিম ছেলে মেয়েদেরকে সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে।

* রোজা : (প্রাপ্তবয়স্ক) ১২ বছর বয়স প্রত্যেক মুসলিম সুস্থ ছেলে মেয়েদেরকে রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে।

* হজ্জ : (প্রাপ্ত বয়স্ক) প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তিদের জীবনে একবার হলেও হজ্জ করতে হবে।

* যাকাত : নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের যে মালিক হবে, তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

হাদীস :

বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন। শাহাদাতি আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াসহাদু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহু ওয়া রাসুলুহু। ওয়া ইকামাহু সালাত, ওয়াই তাজ যাকাত, ওয়াল হাজ্জু, ওয়া সাওমু রামাদান।

হিন্দু ধর্ম :

১) সৃষ্টি ও সৃষ্টি

প্রচলিত অর্থে যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা মূলত সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ শাস্ত বা চিরন্তন; অর্থাৎ যা আগে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তাই সনাতন। হিন্দু ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সনাতন ধর্মের অভ্যুদয় মানব সৃষ্টির শুরুতেই এবং তা স্থায়ী হবে সৃষ্টির বিলয় পর্যন্ত। এ ধর্ম স্বয়ং ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের লোকেরা জন্মান্তবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে প্রতিটি জীবই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের প্রক্রিয়াধীন। পুনর্জন্মের মাধ্যমে পাপ ক্ষয় দ্বারা মানুষ মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ বিশ্বাসই হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। মূলত শ্রুতি স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণের দ্বারা হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ পরিচালিত।



২) নিত্য ও কর্ম

হিন্দু ধর্মের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ফলের প্রত্যাশা না করে কাজ করা। ভগবদগীতায় এ বিষয়টি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দর্শনের বক্তব্য অনুযায়ী সৃষ্টি রক্ষার্থেই মানুষকে সমাজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। কাজ না করলে সৃষ্টি লোপ পাবে। তবে মানুষকে এ কাজ করতে হবে কোনো প্রকার পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে। যখন কোনো কাজ পুরস্কার বা প্রতিদানের প্রত্যাশায় করা হয় তখন তা বন্ধনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে ব্যক্তিক লাভের প্রত্যাশা না করে কোনো কাজ করা হলে তা মোক্ষ লাভের কারণে পরিণত হয়। মানুষ তখন আর ব্যক্তিগত লোভ-লালসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশায় আবদ্ধ থাকে না, তখন সে বিশ্বের সকলের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে শেখে। কর্মের ফল কোনো একক ব্যক্তির নয় বরং পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য। এই যে বৈশ্বিক মনোভাব এটাই হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশেষত্ব।

বৌদ্ধ ধর্ম :

১) বুদ্ধ কি? বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞানী।

২) বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কি? ত্রিপিটক।

৩) ত্রিশরণ সুন্দর ভাবে পাঠ করতে শেখা- বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণকে ত্রিশরণ বলা হয়।

১) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ২) ধর্মং সরণং গচ্ছামি ৩) সংঘং সরণং গচ্ছামি। এই ভাবে দুতিযাম্পি (২য় বার) ততিযাম্পি (৩য় বার) উচ্চারণ করে বলতে হবে।

আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম, আমি ধর্মের শরণ নিলাম এবং আমি সংঘের শরণ নিলাম। এই ভাবে দুতিযাম্পি (২য় বার) ততিযাম্পি (৩য় বার) উচ্চারণ করে বলতে হবে।



খ্রীষ্টান ধর্ম :

পবিত্র বাইবেল - বাইবেল শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল অর্থ হচ্ছে বইপুস্তক। তেমনি ভাবে ছোট - বড় পুস্তক নিয়ে হলো বাইবেল। পবিত্র বাইবেল হলো, খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল হচ্ছে ইশ্বরের বাণী বা কথা।



বাইবেল সুন্দর ভাবে পাঠ করতে শেখা :

পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ প্রার্থনা করা। আর প্রার্থনা করার অর্থ হলো ইশ্বরের সাথে কথা বলা। পবিত্র বাইবেলের আসনে বসা মানে ইশ্বরের সামনেই বসা। ইশ্বরের বাণী পাঠ করে সেই অনুসারে জীবন যাপন করা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইশ্বরের বাণী আমাদের জীবনে মেনে চলার মাধ্যমে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বাইবেল পাঠের পর নীরবে ইশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করতে হয়। এভাবে আমরা তার উপস্থিতি বুঝতে ও তার ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি।

শরীরের যত্ন

তুমি কি ভাবে একজন স্বাস্থ্যবান ও চৌকষ কাব স্কাউট হবে। স্বাস্থ্যবান ও চৌকষ কাব স্কাউট হতে হলে এবং কাবিং এ অধিক আনন্দ পেতে হলে তোমাকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। তোমার শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে তোমাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো জানতে ও এর নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার কিছু নিয়ম তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

দাঁতের যত্ন:

খাবার পর প্রতিদিন অন্ততঃ দুবার দাঁত ব্রাশ করবে তবে রাতে ঘুমানের আগে অবশ্যই ব্রাশ করবে। একটি ভাল ব্রাশ এবং টুথ পেস্ট অথবা পাউডার দিয়ে দাঁত ব্রাশ করবে। বছরে অন্ততঃ একবার দাঁতের চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁত পরীক্ষা করাবে। তুমি যদি

নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার না রাখা তাহলে মুখে দুর্গন্ধ হবে, নানারকম অসুখ হবে এবং দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে।

চোখ, কান ও নাকের যত্ন :

এসব অঙ্গগুলোতে সব সময় ময়লা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ময়লা ধুলো বালি বা বিভিন্ন রকমের রোগ জীবাণু বহন করে যা শরীরের বিভিন্ন অসুবিধা ও অসুস্থতার জন্য দায়ী। হাত দিয়ে কখনো চোখ মুছবেনা। এজন্য পরিষ্কার ক্লোথ ব্যবহার করবে। চোখে কোন কিছু পড়লে তোমার বন্ধুর সাহায্য নিয়ে তা পরিষ্কার করবে।

আঙ্গুল, কাঠি বা বল পেনের মুখ দিয়ে কান খোঁচাবে না। এর জন্য পরিষ্কার কোন কাঠির মাথায় তুলো পেচিয়ে তা দিয়ে কান পরিষ্কার করবে।

নাক তোমার শরীরের অন্যতম প্রধান কাজটি করে। নাক দিয়ে তুমি নিঃশ্বাস নাও। নিঃশ্বাসের সময় নাকের ঝিল্লীতে বাহিরের জীবাণুগুলো আটকে যায়। এ ছাড়া কঠিন পরিশ্রমের কাজ করার সময় মুখ খুলে রাখলে মুখ শুকিয়ে যায় ও তেষ্ঠা পায়, কিন্তু নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে এ রকম হয় না।

তুমি নিশ্চয়ই আমেরিকার নাম শুনেছ। সেখানকার পশ্চিম অঞ্চলের ইন্ডিয়ানরা দিনে ও রাতে ছোটদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করায়। এ অভ্যাসের ফলে তারা কখনো ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে না। কাজেই বুঝতেই পারছ, আমাদের শরীরে নাকের প্রয়োজন কতখানি। তাই সবসময় জীবন মুক্ত ক্লোথ ও টিস্যু দিয়ে তোমার নাক পরিষ্কার রাখবে।

চুলের যত্ন:

ঘরের বাইরে খেলাধুলার জন্য তোমার চুল অপরিচ্ছন্ন হবে। তাই প্রতিদিন অন্তত একবার গোসল করার সময় ভালো করে চুল ধুবে। চুল শুকিয়ে আয়নার সামনে সুন্দর করে আঁচড়ানোর অভ্যাস করবে। চুল বড় হয়ে গেলে, ধূলা বালির জন্য চুল আঁঠালো হয়ে যায়। তাই মাসে কমপক্ষে একবার চুল কাটাবে।

নখের যত্ন:

তোমার শরীরের এই অঙ্গগুলো প্রতিদিন অন্তত একবার পরিষ্কার করবে। কারন ধূলাবালি খুব সহজে নখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাই নখ পরিষ্কার রাখা খুবই প্রয়োজন। পায়ের ও হাতের নখ সবসময় ভাল করে কেটে পরিষ্কার করবে। বড় নখের জন্য অনেকের হাটেতে কষ্ট হয়। আবার অনেক সময় নখের কোনায় ঘা হয়ে যায়। নখ ঠিক মত না কেটে জুতো ব্যবহারের ফলে এরকম হয়। সুতরাং পায়ের নখ সর্বদা কাটার অভ্যাস করতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে বা অন্তত দশদিনে একবার সুন্দর ও মসৃণ করে নখ কাটবে।

পায়ের যত্ন :

পা তোমার শরীরে অন্যতম অঙ্গ। কোন কারণে পায়ে আঘাত পেলে হাঁটতে অথবা দৌড়াতে কষ্ট পাবে। এজন্য বাইরে যাওয়ার সময় জুতা মোজা পরে যাবে। সব সময় বেশী করে পা ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। খালি পায়ে বেশি দূর হেঁটে যেতে পারবে না। আবার খালি পায়ে হাঁটার ফলে পায়ের পাতা দিয়ে এক ধরনের কৃমি শরীরে ঢুকে পড়ে। ঘামের জন্য পায়ের চামড়া নরম হয়ে যায় এবং ঘামে ভেজা মোজা অনেঙ্কন ব্যবহার করলে চামড়া নরম হয়ে সহজে ফোঁসকা পড়তে পারে। সব সময় পা শুকনো রাখতে চেষ্টা করবে। এজন্য জুতা খুলে মোজা শুকিয়ে নিতে পারো। এছাড়াও মোজা নিয়মিত ধোয়ে নিতে হবে। কোন কারণে পায়ে ফোঁসকা পড়লে সাবধান হওয়া প্রয়োজন, ফোঁসকা গলানো যাবে না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। তা না হলে এটা গলে পায়ে ঘা হতে পারে।

চামড়ার যত্ন :

তোমার শরীরের চামড়ার ভেতরে যাতে কোন প্রকার জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য সবসময় একে পরিষ্কার রাখতে হবে। সপ্তাহে ভাল করে সাবান দিয়ে অন্তত দু'বার গোসল করবে।

এছাড়া প্রতিদিন গোসল করতে অবশ্যই ভুলবেনা। খেলাধুলা বা দৌড় ঝাঁপ করে যখন বাসায় ফিরবে তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছে নেবে। তোমাকে এ পর্যন্ত যা বলা হল তা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম। তুমি এ নিয়মগুলো মেনে চলবে।

স্বাস্থ্য সম্মতভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা :

ভাল থাকার জন্য হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে চলা উচিতঃ ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড থেকে শুরু করে সাধারণ ফ্লু ভাইরাস জ্বর-এ রকম অনেক রোগবালাই ছড়ায় হাতের মাধ্যমে। হাতের ত্বকে লেগে থাকে জীবাণু। স্বাস্থ্যকর উপায়ে হাত ধুয়ে আমরা এসব মারাত্মক রোগ থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে পারি। বিশেষ করে, বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে শিশুদের সঠিক উপায়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

কোন কোন সময় হাত ধোয়া অতি জরুরি :

- ১। খাদ্যগ্রহণের আগে ও পরে
 - ২। শৌচাগার ব্যবহারের পর
 - ৩। ময়লা-আবর্জনা ধরার পর, যেমন রান্নাঘরের ময়লার বালতি বা অপরিষ্কার জুতা
 - ৪। পশুপাখি ধরার পর
 - ৫। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দেওয়ার পর
 - ৬। অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার আগে ও পরে
- হাত ধোয়ার জন্য কলের পানি ও সাধারণ সাবান সবচেয়ে কার্যকর।

হাত ধোয়ার নিয়মঃ

- ১। প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে সাবান লাগাতে হবে।
- ২। হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের ভেতর ঢুকিয়ে ঘষতে হবে।
- ৩। ডান হাতের তালু অপর হাতের পিঠে ঘষে আবার বা হাতের তালু ডান হাতের পিঠে ঘষতে হবে।
- ৪। দুই হাতের পিঠ পরস্পরের সাথে ঘষতে হবে।
- ৫। আঙুল অপর হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে নিন। তারপর করুন উল্টোটা।
- ৬। কবজি অবধি পরিষ্কার করুন। আঙুলের নখের তলা পরিষ্কার করুন।
- ৭। শেষে পরিষ্কার তোয়ালে, গামছা বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছুন। ডান হাতের আঙুল বা হাতের ভেতর ঢুকিয়ে ঘষতে হবে।

স্বাস্থ্য রক্ষায় “বিপির” ছয়টি পিটি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল (বিপি) খুব সহজ ছয়টি পিটি চালু করেন। সকল বয়সের মানুষের জন্য এটা উপযোগী। এমন কি দুর্বল ও ছোট বালকও বিপি পিটি করতে পারে। প্রতিদিন বিপি পিটি অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। পিটিগুলো করতে মাত্র ১০ মিনিট সময় ব্যয় হয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে উঠেই এবং প্রত্যহ রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে পিটিগুলো অভ্যাস করা উচিত। স্বপ্ন পরিচ্ছদে অথবা খালি গায়ে এবং মুক্ত বাতাসে অথবা খোলা জায়গার কাছে পিটিগুলো অনুশীলন করা উত্তম। পিটি করার সময় নাকের সাহায্যে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও মুখের সাহায্যে ত্যাগ করার বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কোন পিটি কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তা পিটি করার সময় চিন্তা করলে পিটির কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এই পিটিগুলো খালি পায়ে অনুশীলন করলে পায়ের পাতা ও আঙুলগুলো অধিকতর সবল হবে।

বিপি পিটি নং - ১

১ নম্বর পিটি- মাথা ও ঘাড়ের জন্য

প্রথমে দুই হাতের তালু ও আঙুল দিয়ে কয়েকবার মাথা, মুখমন্ডল এবং ঘাড় ঘষে নিতে হবে। তারপর আঙুলগুলি দিয়ে ঘাড় এবং গলার মাংশপেশী টিপে নিতে হবে। ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানায় বা ঘরেও এই পিটি করা যেতে পারে। তারপরে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে, দাঁত ব্রাশ করে, হাত মুখ ধুয়ে, এক গ্যাস ঠান্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে।

(যদিও এই পিটিটি ১নং পিটি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ পিটি অর্থে যা বোঝায় এটা তা না হলেও বিপির পিটিগুলির মধ্যে এটি প্রাথমিক এবং প্রস্তুতিমূলক কাজ। ঘুম থেকে উঠে এই কাজগুলি করে নিয়ে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে)। পিটি করার সময় সকল সঞ্চালন যথাসম্ভব ধীরে করতে হবে।

জানব জগৎটাকে

বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট চেনা

আমাদের দেশে নানা রকম ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট প্রচলিত আছে। এসব বিভিন্ন মানের মুদ্রা ও নোট তোমাদের চিনতে হবে এবং মুদ্রার ছাপ ও ছবি আঁকা শিখতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব ধাতব মুদ্রা ও নোট প্রচলিত আছে, সেগুলো এর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। নিচে এগুলো দেয়া হলো। তবে বর্তমানে ১ পয়সা, ৫ পয়সা ও ১০ পয়সার মুদ্রার প্রচলন উঠেই গেছে।

উল্লেখ্য যে, কাগজের নোট চেনার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যেমন টাকার সর্ব ডান পাশে গোল বৃত্তের মাঝখানে জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের মুখের ছবি এবং টাকার মাঝামাঝি বা একটু ডানে বিশেষ ধরনের পদ্ধতিতে একটি সুতা দেয়া আছে যা আলোর দিকে ধরলে দেখা যায়। আর ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে এক পাশে জাতীয় ফুল শাপলার ছাপ দেওয়া আছে।



পরিবার এবং পরিবারের সদস্য

আদিম যুগ থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। তবে প্রথমে কিভাবে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। কারো কারো মতে মানুষ প্রথমে পরিবারকে কেন্দ্র করেই সংঘবদ্ধ হয়। আবার অনেকে এর উল্টোটাও মনে করেন। তাঁরা বলেন, প্রথম দল হিসেবেই সংঘবদ্ধ হয় এবং পরে পরিবারের সৃষ্টি করে। আসলে এর সৃষ্টি যেভাবেই হোক না কেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক অবদানই হলো পরিবার।

মা, বাবা, ভাইবোনকে নিয়ে এবং কখনো বা অধিক সংখ্যক নিকট আত্মীয়কে নিয়ে (যেমন, দাদা, দাদী, চাচা, চাচী, ফুপু ইত্যাদি, একটি পরিবার গড়ে উঠে। পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রক্তের অথবা বিবাহের বন্ধন থাকতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান বা গৃহে অবস্থান করতে হবে বা সংঘবদ্ধ হয়ে কিছু সামাজিক আচার-আচরণ মেনে চলতে হবে।

পৃথিবীর সব দেশেই প্রধানত দু'প্রকার পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। যথা (১) একক পরিবার (২) একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার। কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে একক পরিবার বলে। আর যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি ছাড়াও দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুপুসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন থাকে এবং এক পাকে খায় তাকে একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার বলে।

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, পাখি ও পশুর নাম



বাংলাদেশের জাতীয়
ফুল শাপলা।



বাংলাদেশের জাতীয়
ফল কাঁঠাল।



বাংলাদেশের জাতীয়
পাখি দোয়েল।



বাংলাদেশের জাতীয়
মাছ ইলিশ।



বাংলাদেশের জাতীয়
পশু রয়েল
বেঙ্গল টাইগার।

আনন্দ-উল্লাস প্রার্থনা সংগীত-১

বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দিগার।
সেজদা লওহে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দিগার।
চাঁদ, সুরুজ আর গ্রহ তারা, জ্বীন ইনসান আর ফেরেশতারা
দিন রজনী গাহিছে তারা, মহিমা তোমার, হে পরওয়ার দিগার।
তোমার নূরের রশনী পরশী, উজ্জ্বল হয় যে রবি ও শশী,
রঙিন হয়ে ওঠে বিকশী, ফুল সে বাগিচার, হে পরওয়ার দিগার।
বিশ্ব ভূবনে যাহা কিছু আছে, তোমারি কাছে করুণা যাঁচে
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে, জীবনও সবার, হে পরওয়ার দিগার।

খেলাধুলা

মোরগ লড়াই :

একটি উন্মুক্ত জায়গায় বা খোলা পরিষ্কার মাঠে একসাথে অনেকে মিলে এই খেলাটি খেলতে হয়। সবাই গোলাকার হয়ে মাঠের আড়ালে এবং গোলাকার করে একটি সীমানা করে দিতে হবে। প্রথমে ডান পা উপর দিকে ভাজ করে হাত দুটিকে পিছনে নিয়ে পা টিকে চেপে ধরতে হবে। উপদল নেতা খেলা শুরু করতে বললে বা বাঁশি বাজালে সবাই এক পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে একে অন্যকে ধাক্কা দিতে থাকবে। ধাক্কা মারার সাথে সাথে যদি অপরের ডান পা মাটিতে পড়ে বা সে নিজে মাটিতে পড়ে যায় অথবা সীমানার বাহিরে চলে যায়, তাহলে সে খেলা থেকে বাদ বা বহিস্কার হবে। এভাবে একে অন্যকে ধাক্কাতে থাকবে এবং সব শেষে যে দু'জন থাকবে তাদের মধ্যে একজন পড়ে গেলে বা সীমানার বাহিরে গেলে অপর জন বিজয়ী হবে।



পাখি উড়ে :

উপদলের সবাই মাঠে গোলাকার হয়ে দাঁড়াবে। এবার উপদল নেতা বলবে পাখি উড়ে, তখন সবাই দু হাত উঠাবে যেমন পাখি ডানা নাড়ায়। উপদল নেতা ঘোড়া উড়ে বললে তারা হাত দুটি নিচে নামিয়ে সোজা ভাবে দাঁড়াবে। যদি কেউ বলার সাথে সাথে হাত না নামায় তাহলে সে খেলোয়াড় বাদ হয়ে যাবে। যেহেতু ঘোড়া কখনো উড়তে পারে না। যে সকল জীব উড়তে পারে না যথা গরু, মহিষ, বিড়াল, সিংহ, বাঘ, শিয়াল, জিরাপ ইত্যাদির নাম বললে হাত নামিয়ে ফেলতে হবে। আবার যে সকল প্রাণী উড়তে পারে তাদের নাম যেমন-চড়ুই, ময়না, টিয়া, শালিক, কবুতর, বুলবুলি ইত্যাদি বললে হাত পাখির মত উড়াতে থাকবে। উপদল নেতা ধারাবাহিকভাবে এ সকল জীব ও প্রাণীর নাম বলবে যারা উড়তে পারে, তাদের নাম শুন্যের সাথে সাথে হাত নাড়াতে হবে এবং যারা উড়তে পারে না তাদের নাম শুন্যের সাথে সাথে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এভাবে চলতে থাকবে এবং উপদল নেতা উক্ত প্রাণীদের নাম বলতে থাকবে। অবশেষে যে থাকবে সে খেলোয়াড় বিজয়ী হবে।

রুমাল লুকানো খেলা :

ইউনিট বা ষষ্ঠকের কাব স্কাউটরা একটি খোলা মাঠে বা খোলা জায়গায় বড় করে গোল হয়ে বসবে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে একজনকে রুমাল লুকানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। খেলার শুরুতে সবাই গোলাকার অবস্থানে বসে যাবে। এবার যে কাব স্কাউট রুমাল লুকানোর জন্য নেতা নির্বাচিত হয়েছে সে কাব স্কাউট বাকী কাব স্কাউটদের পিছনে রুমাল নিয়ে ঘুরতে থাকবে। এভাবে কয়েক বার ঘোরার পর

নির্বাচিত ঐ কাব স্কাউট অন্য একজন কাব স্কাউটের পিছনে রুমাল রাখবে। তারপর সে আবার ঐ স্থানে ঘুরে আসবে এবং যে কাবের পিছনে রুমাল রেখেছিল, সেই কাব যদি টের না পায় তাকে ছুঁয়ে দিবে এবং তার স্থানে সে বসবে এবং ঐ ছুঁয়ে দেয়া কাব স্কাউট নতুন করে রুমাল লুকানোর জন্য নির্বাচিত হবে। আগে যদি কেউ বুঝতে পারে তার পিছনে রুমাল আছে তাহলে নেতা নেতাই থাকবে। এইভাবে সে ঘুরতে থাকবে এবং অন্যদের পিছনে রুমাল রাখবে এবং পূর্বের মত খেলা চলতে থাকবে।

গোল্লাছুট :

খোলা মাঠ বা বাগান হল গোল্লাছুট খেলার উপযুক্ত স্থান। গোল্লাছুট খেলার জন্য এক এক দলে চার থেকে দশজন খেলোয়ার থাকতে পারে।

একটা ছোট গর্ত হল খেলার কেন্দ্রস্থান। কিছু দূরে (দুরত্ব খেলোয়াড়ই ঠিক করে নেবে) খানিকটা ইট-পাথর কিংবা একটা গাছ হল খেলার সীমানা এবং নিশানা। গর্তটাকেই গোল্লা বলা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে নির্ধারিত সীমানায় সেই গাছ কিংবা চিহ্ন ছোঁয়াই হল এই খেলার মূল লক্ষ্য।

যে পক্ষ প্রথম দান পায় তাদের দলের প্রধান গোল্লায় এক পা দিয়ে দাঁড়ায়, অন্য পা যেখানে খুশি রাখতে পারে। দলের বাকিরা পরপর হাত ধরা ধরি করে তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। দাঁড়াবার নিয়ম হল দলের প্রধানের হাত ধরে এক জন যতটা পারে এগিয়ে যায়, তারপর বাকিরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়। বিপক্ষের খেলোয়ার চারপাশে ছড়িয়ে ওৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে প্রথম দলের একজন বা একাধিক খেলোয়াড় ছিটকে বেরিয়ে যায়, তারপর তীরবেগে ছোট্টে নিশানা লক্ষ্য করে। বিপরীত দলের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করে সেই চিহ্নে তারা পৌছবার আগেই তাদের ছুয়ে দিতে। কিন্তু প্রথম দলের একজন যদি নিশানায় পৌছে যায় তবে তারা সেই দান জেতে, আর তাদের সবাই যদি লক্ষ্যস্থলে পৌছবার আগে প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে তবে তারা বাদ হয়ে যায়। ছোট্টার কোন নির্দিষ্ট দিক নাই। এলোমেলো ভাবে যেমন করে হোক লক্ষ্যস্থলে পৌছলেই হল।

খেলোয়াড়রা যখন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে গোল্লা ছুঁয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বিপরীত দল তাদের ছুঁতে পারবে না কারণ ওটা হল নিরাপদ জায়গা। বরং অমন হাত ধরাধরি অবস্থায় গোল্লার দল যদি বিপরীত দলের কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে বসে যাবে। গোল্লা থেকে বেরিয়ে খেলোয়াড়রা যখন ছুটতে থাকে শুধু তখনই তাদের ছুঁয়ে মারা যায়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরলে খেলা হয় না। তাই সবাইকে ছুটতে হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত দলের প্রধানকে গোল্লা দিতে ছুটতে হয়।

এক দলের খেলা শেষ হবার পর অন্য দল দান পায়। এভাবে নির্ধারিত দান খেলার পর যে দলের পয়েন্ট বেশী হয় তারাই বিজয়ী হয়।

প্যাক মিটিং

কাব স্কাউটদের সাপ্তাহিক মিটিং হল প্যাক মিটিং। এই প্যাক মিটিং সাধারণত সাপ্তাহে একবার ৬০ থেকে ৯০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই প্যাক মিটিং এ কাব স্কাউট ইউনিট লিডার আকেলার ভূমিকা পালন করেন। কাবেরা তোমাদের এই প্যাক মিটিং একটি নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হয়।

যে দিন প্যাক মিটিং এর তারিখ ধার্য করা হবে সে দিন নির্দিষ্ট সময়ে সকল কাব স্কাউট এবং ইউনিট লিডার (অর্থাৎ আকেলা) পূর্ণাঙ্গ স্কাউট ইউনিফর্ম পরে অংশগ্রহণ করেন। কিভাবে একটি প্যাক মিটিং এর আয়োজন হয় তার একটি নমুনা দেয়া হল—



প্রথমে ইউনিট লিডার বা আকেলা কাবের ডাক বা সংকেত দিয়ে সকল কাব স্কাউটদের পতাকার কাছে এনে একটি মহাবৃত্ত গঠন করবেন। আকেলা পতাকা দন্ডের ডান পাশে দাঁড়াবেন, পরবর্তীতে সকল কাব স্কাউটরা তাকে নিয়ে ষষ্ঠক নেতা এবং বামপাশে সহকারী ষষ্ঠক নেতা অন্য সকল কাব স্কাউট সদস্যদের নিয়ে দাঁড়াবে। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার ষষ্ঠক নেতা আকেলার মুখোমুখি থাকে। এরপর আকেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্যাক মিটিং শুরু করবেন। প্রথমে আকেলা তার উরুতে আঘাত (শব্দ) করে কাবদের সোজা হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিবেন এবং সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাকে গ্র্যান্ডইয়েল দিতে বলবেন। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা আকেলার নির্দেশ অনুসারে গ্র্যান্ডইয়েল পরিবেশন করবে। গ্র্যান্ড ইয়েলের পর আকেলা পতাকা উত্তোলন করবেন এবং সকলে পতাকাকে সালাম প্রদর্শন করবে।

পতাকা উত্তোলনের পর একজন কাব স্কাউট বৃত্ত থেকে এক কদম সামনে এসে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইবে। প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ করে কাব পুনরায় নিজের স্থানে চলে যাবে। তারপর আকেলার নির্দেশে ষষ্ঠক নেতারা তাদের নিজ ষষ্ঠক পরিদর্শন এবং চাঁদা আদায় শেষ হলে আকেলার ডান দিক থেকে ষষ্ঠক নেতারা এক কদম সামনে এসে নিজ নিজ ষষ্ঠকের রিপোর্ট পেশ করবে। ষষ্ঠকের রিপোর্ট শুনে আকেলা তার বক্তব্য দিবেন এবং আজকের (প্যাক মিটিং) প্রোগ্রাম ঘোষণা করবেন। প্রোগ্রাম ঘোষণার পর আকেলা একটি উত্তেজনা মূলক খেলার আয়োজন করবেন। খেলা শেষ করে আকেলা গত প্যাক মিটিং এর পুরাতন পাঠ চর্চা করবেন। চর্চা শেষে আকেলা গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন।

এতে কাব স্কাউটরা অংশগ্রহণ করবে। এরপর আকেলা নতুন পাঠ ঘোষণা করবেন। এবং তা চর্চা করবেন। নতুন পাঠ চর্চা শেষে কাব স্কাউটদের নিয়ে নীরব খেলার ব্যবস্থা করবেন। খেলা শেষে আকেলা পুনরায় বৃত্ত গঠন করে গ্র্যান্ডইয়েল দিতে বলবেন। এরপর সকলে পতাকাকে সালাম দিয়ে প্যাক মিটিং সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। আকেলা ছুটি ঘোষণা করলে কাবেরা তাদের ডান দিকে ঘুরে স্কাউট সালাম দিয়ে প্যাক মিটিং শেষ করবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ :

পারদর্শিতা বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ : এই ব্যাজের মাধ্যমে একজন কাব স্কাউটের আগ্রহ ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পারদর্শিতা ব্যাজকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ১। সূর্য গ্রুপ ২। রংধনু গ্রুপ

১। সূর্য গ্রুপ (আবশ্যিক) : সূর্য গ্রুপ হচ্ছে আবশ্যিক পারদর্শিতা ব্যাজ গ্রুপ। কাব স্কাউটদের আবশ্যিকভাবে সূর্য গ্রুপ থেকে ব্যাজ নিতে হবে।

সূর্য গ্রুপে নিম্নোক্ত চারটি ব্যাজ রয়েছে। ১। জনস্বাস্থ্য ২। সাঁতার ৩। নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

২। রংধনু গ্রুপ : কাব স্কাউটরা তাদের আগ্রহ ও পছন্দ অনুসারে রংধনু গ্রুপ থেকে পারদর্শিতা ব্যাজ গ্রহণ করতে পারবে।

রংধনু গ্রুপে নিম্নোক্ত ব্যাজ রয়েছে। ১। বেগুনী-(নাগরিকত্ব) ২। নীল-(খেলাধুলা)

৩। আকাশি-(কারুশিল্প) ৪। সবুজ-(ব্যক্তিগত দক্ষতা) ৫। হলুদ-(প্রাণীর যত্ন)

৬। কমলা-(গাছের যত্ন) ৭। লাল-(প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ)।

আমিও পারি

ক্যাম্পিং

দীক্ষা অনুষ্ঠান

সদস্য ব্যাজ পাওয়ার জন্য এখন তুমি সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। এটা আশা করা যায় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমার ইউনিট লিডার তোমার সাথে কিছু আলাপ করবেন যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, তুমি কাব স্কাউট হওয়ার জন্য পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছো। এখন তুমি মনে করে দেখ, আগে শেখানো পড়া।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা

কাব স্কাউট আইন

কাব স্কাউট সালাম

ও

গ্র্যান্ড ইয়েল

তোমার স্মরণ আছে কি না?

তোমার জীবনের সেই স্মরণীয় দিন সমাগত, যে দিনটি সকল কাব স্কাউটের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিরস্মরণীয়। সে দিনটি হলো পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন। অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের দিন।

সদস্য হিসেবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একে বলে দীক্ষা অনুষ্ঠান।

তোমাকে প্যারেড সার্কলে নিয়ে আসা হবে। তুমি স্কার্ফ, ব্যাজ ছাড়া পোশাক পরা অবস্থায় থাকবে। ইউনিট লিডার, ব্যাজ, স্কার্ফ নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। তুমি তাঁর সামনে বৃন্তের লাইনে ষষ্ঠকের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দাঁড়াবে।

ইউনিট লিডার তোমাকে প্রশ্ন করবেন-তুমি কি কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা, কাব স্কাউট আইন, কাব স্কাউট সালাম ও গ্র্যান্ড ইয়েল জান?

তুমি উত্তর দেবে-জ্বী জনাব, আমি জানি।

ইউনিট লিডার জিজ্ঞেস করবেন- কাব স্কাউট আইন কি?

তুমি বলবে- বড়দের কথা মেনে চলা,

নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

ইউনিট লিডার পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন- তুমি কাব স্কাউটের পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে?

তুমি বলবে- জ্বী জনাব। আমি প্রস্তুত।

ইউনিট লিডার - তা হলে কাব স্কাউট সালাম দেখাও।

ইউনিট লিডার তখন বলবেন- তাহলে আমার সাথে কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

ইউনিট লিডার তখন প্রতিজ্ঞার একটি করে অংশ বলবেন এবং তুমিও তাঁর সাথে সাথে বলবে- আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
- কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে
- আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে ইউনিট লিডার তোমাকে ব্যাজ, স্কার্ফ পরিয়ে দেবেন ও তোমাকে স্কাউট সালাম করে তোমার সঙ্গে করমর্দন করবেন এবং বলবেন যে, তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন এবং তুমি এখন থেকে বিশ্বব্যাপী মহান স্কাউট আন্দোলনে সদস্য হয়েছ বলে ঘোষণা করবেন। ইউনিট লিডারকে সালাম দেবে। তারপর উল্টোদিকে ঘুরতে বলবেন, তখন তুমি বৃত্তের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। এরপর দলকে সালাম কর বললে-বৃত্তে দাঁড়ানো সকল কাব স্কাউটকে সালাম দেবে। তারা সালাম গ্রহণ করবে।

তারপর ইউনিট লিডার দলে ফিরে যাও বললে দৌড়ে তুমি নিজ ষষ্ঠকে ফিরে যাবে। সেখানে তোমার ষষ্ঠক নেতা ও সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা তোমার সামনে এসে তোমাকে ষষ্ঠক চিহ্ন ও কাঁধের ব্যাজ পরিয়ে দেবে ও করমর্দন করবে এবং স্বাগত ইয়েল দেবে। তারপর গ্র্যান্ড ইয়েল দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। দীক্ষা অনুষ্ঠানের সাথে সাথে আন্দোলনে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলে। তাই এখন থেকে কাব স্কাউট-এর পরবর্তী যে ব্যাজসমূহ রয়েছে, যেমন তারা ব্যাজ, চাঁদ ব্যাজ ও চাঁদতারা ব্যাজ তা পর্যায়ক্রমে অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। কাবদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড। আশা করি তোমরা এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবে।

কাব কার্ণিভাল : কাব কার্ণিভাল হচ্ছে কাবিং এর একটি বিশেষ প্যাক মিটিং। কাব কার্ণিভাল আনন্দদায়ক, উত্তেজনাপূর্ণ, শিক্ষামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক একটি অনুষ্ঠান। এটা বছরে একবার বা দু'বার করা হয়ে থাকে। কাব কার্ণিভাল আয়োজনের নিম্নরূপ বিষয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১. কাব কার্ণিভালের বিষয় নির্ধারণ: যেমন-বালতিতে বল ছোঁড়া, ভারসাম্য রক্ষা, একপায়ে দৌড়, ঘোড় দৌড়, তীর নিক্ষেপ, টারগেট হীট, রিং ছোড়, রিং ছোড়া, বোতলে পানি ভরা, পানি বহন, কচ্ছপ শিকার, মৎস্য শিকার ইত্যাদি।

কাব অভিযান : কাব বয়সী বালক-বালিকাদের মুক্তাগণে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণসহ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যমূলক আনন্দঘন এবং উদ্দীপনাপূর্ণ পরিভ্রমণই হচ্ছে কাব অভিযান।

উদ্দেশ্য: ১. শ্রুতির সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ, ২. সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি, ৩. কাব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সহায়তা, ৪. পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ৫. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, ৬. গোপনীয়তার রক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা, ৭. বিভিন্ন প্রাণীর জীবন যাত্রা অনুকরণে প্রাকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারা, ৮. বিভিন্ন লতা, গুল্ম, গাছপালার উপকারিতা সম্পর্কে জানা, ৯. ধীশক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাব অভিযান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

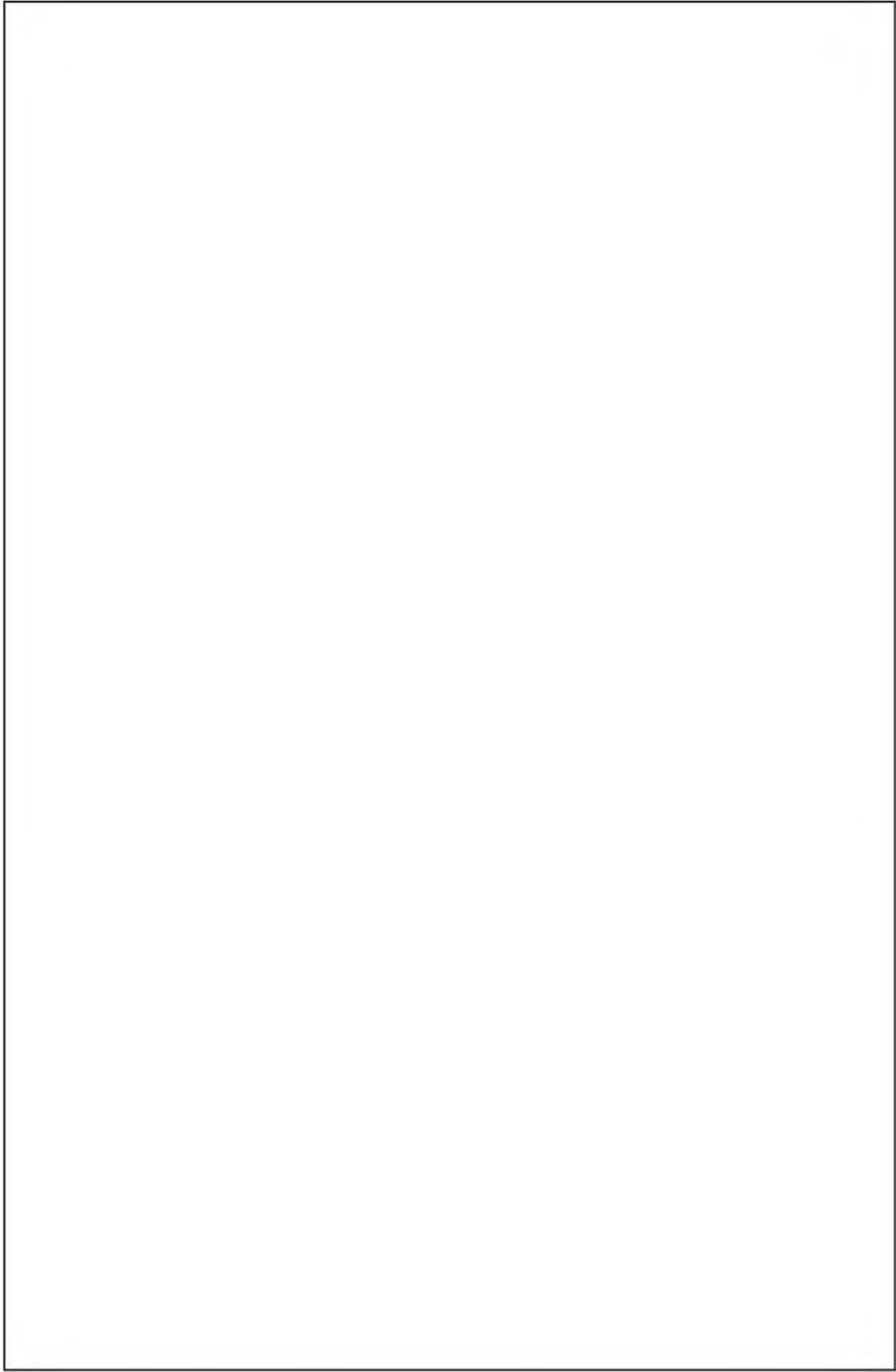
কাব হলিডে : সাধারণ অর্থে হলিডে মানে ছুটির দিন। কাবেরা কোন এক ছুটির দিনে সারা দিনব্যাপী যখন কাব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে কাব হলিডে বলা হয়।

উদ্দেশ্য: ১. কাবদের একঘেঁয়েমী দূর করা, ২. প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নতুনত্ব সৃষ্টি করা। ৩. নতুন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি, ৪. অভিভাবকদেরকে কাবিং সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও সম্পৃক্তকরণ, ৫. কাবদের দক্ষতার মান যাচাই করা, ৬. আনন্দঘন পরিবেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যক্রমে কাবদের সম্পৃক্ত করা।

স্কাউটস ওন : স্কাউটস ওন শব্দের অর্থ হচ্ছে উপলব্ধি। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য এ অনুষ্ঠান। ইহা স্কাউটদের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান। ইহা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বা ধর্মের কোন বিকল্প নয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করা হয়। তাঁদের ঘটনাবলী জীবনের সাথে কাব ও স্কাউট আইন এবং প্রতিজ্ঞার মিল রয়েছে এমন বিষয় উপস্থাপন করা। জীবন চর্চার ধারাবাহিক অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কাউটস ওন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পবিত্র দেহ মন ও পোশাক পরে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

কাব ক্যাম্পুরী : কাব স্কাউটরা যখন একত্রিত হয়ে মুক্তাগণে তাঁবু খাটিয়ে বা তাঁবুর বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদের প্রোগ্রাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করে তাকে ক্যাম্পিং বা কাব ক্যাম্পুরী বলা হয়।

(যখন পড়াশুনার চাপ কম থাকে এবং বিদ্যালয় ছুটি থাকে) কাব স্কাউটরা ষষ্ঠক বা ইউনিট ভিত্তিক ক্যাম্পুরী বা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে চার থেকে সাত দিনের কাব ক্যাম্পুরী বা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য: ১. আনন্দদায়ক অবকাশ যাপন, ২. কাব স্কাউটদের সুস্থ প্রতিভার বিকাশ সাধন, ৩. শারীরিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন সাধন, ৪. সামর্থ্য ও দুর্বলতা জানা, ৫. কাব স্কাউটদের সাথে ইউনিট লিডারের সম্পর্ক উন্নয়ন, ৬. শ্রুতির সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, ৭. ষষ্ঠক চেতনা বৃদ্ধি, ৮. কাব স্কাউটদের লাজুকতা দূর, ৯. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।





বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আব্দুল মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪ এক্স-৩০, ফ্যাক্স : ০২ ৯৩৪২২২৬
e-mail : scouts@bangla.net
Web: scouts.gov.bd